দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 MAY 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডাকসু আয়োজিত ছাত্র কনভেনশন উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক না কেন

তাদের কঠোরভাবে দমন করা হবে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল ডাকসু আয়োজিত ছাত্র কনভেনশনে বক্তাগণ বলেন, শিক্ষা ও সন্ত্রাস এক সাথে চলতে পারে না। একইভাবে গণতন্ত্র আর সন্ত্রাসও এক সাথে থাকতে পারে না। তাই শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে যে কোন মূল্যে সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সকাল সাড়ে ১১টায় কনভেনশনের উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যা সাতটায় প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনান পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বলা হয়, যে কোন মাপকাঠিতে বিচার করা হোক না কেন, সন্ত্রাস আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সমাজদেহ থেকে সন্ত্রাস চিরতরে নির্মূল করতে না পারলে কোন ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত উন্নতি ও অগ্রগতি আশা করা যায় না। তিনি আরো বলেন, সন্ত্রাসীরা যে দলেরই বা সংগঠনেরই হোক না কেন, তাদেরকে কঠোরভাবে দমনের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ডাকসু আয়োজিত ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য বিরোধী এ ছাত্র কনভেনশনে দেশের ২৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ কর্মকর্তা যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডাকসু'র একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। জাতির ক্রান্তিলগ্নে ডাকসু সব সময়ই নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা, নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসে। আজকের এই কনভেনশনের আয়োজনই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সন্ত্রাস, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাস আজ একটি জটিল জাতীয় সমস্যার রূপ নিয়েছে। এই সমস্যার মোকাবেলায় 'ডাকসু'র আজকের এই কনভেনশনকে আমি স্বাগত জানাই। এটা নিঃসন্দেহে একটি শুভ ও সময়োপযোগী উদ্যোগ।

তিনি বলেন, জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আমাদের ছাত্র সমাজ সব সময়ই প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। কোন অন্যায়, কোন অসত্যের কাছে এরা কখনো মাথানত করেনি। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন তথা সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্ররাই ছিলেন প্রথম কাতারের সৈনিক। উনসত্তরের গণআন্দোলনে তাদের দেখেছি পুরোভাগে। একাত্তরের সুমহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের ছাত্র সমাজের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা জাতির ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নয় বছরের আপোষহীন সংগ্রামে সহযাত্রী হিসেবে আমরা ছাত্র সমাজকে সব সময় পাশে পেয়েছি। স্বৈরাচার বিরোধী লড়াইয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রতিরোধের দুর্জয় ঘাঁটি। হাজারো নির্যাতন, অত্যাচার তাদের অবদমিত করতে পারেনি। গণতন্ত্রের যে বিজয় পতাকা আমরা উড়িয়েছি, তা সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ ছাত্র সমাজের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের ফলেই। শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ডাকসু আয়োজিত সন্ত্রাসবিরোধী ছাত্র কনভেনশনের উদ্বোধন করেন। তাঁর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এম, মনিরুজ্জামান মিঞাকে দেখা যাচ্ছে —ইনকিলাব